ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাষ্ট্র বিজয়ের ক্ষেত্রে সমুদ্রগুপ্তের নীতি আলোচনা কর।

(20)

[আনুমানিক ৩৩৫ - ৩৭৫ খ্রিঃ]

অথবা

বিভিন্ন বর্গের শাসক ও উপজাতিদের বিরুদ্ধে সমুদ্রগুপ্তের বিজয় অভিযানের সময় গৃহীত নীতিগুলি আলোচনা কর।

৩৫০ খ্রিঃ পরবর্তী ভারত ইতিহাসে রাজ্য বিজেতা রূপে যে কয়েকজন সম্রাট খ্যাতি লাভ করেছেন সমুদ্রগুপ্ত তাদের মধ্যে প্রথম সারিতে স্থান পেয়েছেন। নিজ অসামান্য প্রতিভাবলে পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত সবটা পাঞ্জাব উপত্যকার ক্ষুদ্র রাজ্যকে সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যে পরিণত করেন, তাঁর সমসাময়িক কবি হরিষেণের দিগ্বিজয়ী বেশে ~~[illegible]~~ ঐতিহাসিক তাঁকে 'ভারতের নেপোলিয়ন' অভিধায় ভূষিত করেন, ঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের সমালোচনা করে বলেছেন যে তার লক্ষ্য ছিল ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা এবং খ্রিঃ চতুর্থ শতকে বিভিন্ন বর্গের শাসক ও উপজাতীদের পক্ষে বাস্তবসম্মত নীতি অনুসরণ করে তিনি মহাপরাক্রমশালীর মতো নিজেকে 'একরাট' বা সার্বভৌম শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যবিস্তার নীতির ইতিহাস রচনার প্রধান উপাদান হল তাঁর সভাকবি হরিষেণ রচিত 'এলাহাবাদ প্রশস্তি'। তবে এতে সমুদ্রগুপ্তের বিভিন্ন রাজ্য জয়ের বর্ণনা ভৌগোলিক অবস্থান বা রাজ্য জয়ের ক্রমানুসারে বর্ণিত হয়েছে তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। ঃ বিমল, কালীপ্রসাদ এবং মজুমদার, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখের মতে সমুদ্রগুপ্তের রাজ্য জয়কে দঃ, দঃ পঃ ও উঃ পঃ এই চারটি ভাগে ভাগ করে ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারে প্রশস্তিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, অন্যদিকে ~~H~~ এইচ. হেরাস, দুব্রেইল প্রমুখদের মতে হরিষেণ প্রশস্তিতে কালানুক্রমিকভাবে সমুদ্রগুপ্তের রাজ্য জয়ের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তবে ঃ সমাল এই দুই তত্ত্বেরই বিরোধিতা করে বলেছেন প্রশস্তিতে প্রথম অংশে কোশল অভিযানের এবং দ্বিতীয় অংশে পরাজিত রাজাদের নাম বর্ণিত হয়েছে, ঃ সমালের আর্যাবর্তে দুবার অভিযানের মত সংশয়পূর্ণ হলেও এলাহাবাদ প্রশস্তির দশম থেকে দ্বাদশ স্তবকে 4টি শ্রেণীতে বিভক্ত শাসক ও রাজ্যগুলির উল্লেখপ্রসঙ্গে তার মতামত যুক্তিনিষ্ঠ। তার মতে প্রধানত 4টি বর্গের শাসক উপজাতি ও তাদের রাজ্যগুলির পরাজয় অথবা তাদের সঙ্গে সমুদ্রগুপ্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে যে বিভাগের নীতি অনুসৃত হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতেই হরিষেণ প্রশস্তির

তাই তাৎক্ষণিক রচিত হয়। এই প্রেক্ষাপটেই বিভিন্ন বর্ণের রাজা ও উপজাতীদের সঙ্গে সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক গৃহীত নীতি বিশ্লেষণ করা বাঞ্ছনীয় হবে।

হরিষেণ প্রশস্তিতে ক্রমাঙ্ক - দ্বাদশ উক্ত পংক্তি 19তম শ্রেণীতে পরাজিত ও আনুগত্য সম্পন্ন রাজনৈতিক শক্তিগুলির মধ্যে যেহেতু দাক্ষিণাত্য অভিযানের কথা প্রথমে স্থান পেয়েছে তাই দাক্ষিণাত্য প্রসঙ্গে অনুসৃত নীতি যুক্তিযুক্ত। এলাহাবাদ প্রশস্তি অনুযায়ী তিনি দাক্ষিণাত্যের 12 জন রাজাকে পরাজিত করেন, এরা হলেন-

i) কোশলের রাজা মহেন্দ্র
ii) মহাকান্তারের রাজা ব্যাঘ্র
iii) কৌরালের রাজা মন্ত্র
iv) পিষ্টপুরের মহেন্দ্রগিরি
v) কোত্তুরের স্বামীদত্ত
vi) এরণ্ডপল্লের দমন
vii) কাঞ্চির বিষ্ণুগোপ
viii) বেঙ্গির হস্তিবর্মন
ix) অবমুক্তের নীলরাজ
x) পল্লাকের উগ্রসেন
xi) দেবরাষ্ট্রের কুবের
xii) কৃষ্ণাপুরের ধনঞ্জয়

দাক্ষিণাত্যের এই 12 জন রাজার প্রতি সমুদ্রগুপ্ত 'গ্রহণ, মোক্ষ ও অনুগ্রহ' - এই নীতি অনুসরণ করেন। গ্রহণের মাধ্যমে রাজাকে কারারুদ্ধ বন্দী, মোক্ষ শব্দের মাধ্যমে তাকে মুক্তিদান এবং অনুগ্রহের মাধ্যমে পরাজিত রাজাকে স্বীয় রাজ্য প্রত্যর্পণ, এই 3টি নীতিকে একত্রিত করলে সমুদ্রগুপ্তের মহানুভবতার পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকে তাই একে 'ধর্ম বিজয় নীতি' বলেও চিহ্নিত করেন। দাক্ষিণাত্যের রাজাদের প্রতি সমুদ্রগুপ্তের এই অপেক্ষাকৃত উদারনীতি কারণও সাম্রাজ্য বিস্তারের পূর্বে তাঁর দাক্ষিণাত্য অভিযানের লক্ষ্য বিস্তৃত ও পরিষ্কার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। ড: অলতেকর সমুদ্রগুপ্তের দাক্ষিণাত্য অভিযানের লক্ষ্য হিসাবে সম্পদ ও রাজনৈতিক

দমনকেই প্রধান গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকরা দাক্ষিণাত্যের অপরিণত সম্পদের প্রতি সমুদ্রগুপ্তের দুর্বার আকর্ষণকেই তাঁর দাক্ষিণাত্য অভিযানের লক্ষ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী কালে আলতেকর, শাস্ত্রী ও আকারে এই কারণেই দাক্ষিণাত্য অভিযানে সাড়া হন। ঐ: দামাল ও ড: মজুমদারের মতে ঐ:- দক্ষিণে পরাশক্তির অভিযানের পরিবর্তে মধ্যভারত ও পূ: অ: প্রদেশের মধ্যদিয়ে সমুদ্রগুপ্ত পূ: উপকূলে পৌঁছান ও পরে পশ্চিমে, বিশাখাপত্তম, গোদাবরী, কৃষ্ণা প্রভৃতি অঞ্চল অতিক্রম করে শেষপর্যন্ত তিনি দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চিপুরমে পৌঁছান, দাক্ষিণাত্যের এই অভিযানে সমুদ্রগুপ্তের নৌবাহিনী বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল বলেই ড: দামাল ও মজুমদার মনে করেন।

সমুদ্রগুপ্তের উদার দাক্ষিণাত্য নীতি গ্রহণকে সাধারণ ভাবে বিজিগীষু নীতি রূপে দেখা হলেও প্রকৃতপক্ষে এর পেছনে আর্য-রাজনৈতিক তাগিদ ছিল প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ সমুদ্রগুপ্ত রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে সহজেই উপলব্ধি করেন পাটলিপুত্র থেকে সুদূর দক্ষিণে প্রত্যক্ষ গুপ্ত শাসন ~~কার্যত~~ বজায় রাখা কার্যত অসম্ভব, তাই গ্রহণ-মোক্ষ-পরিগ্রহ নীতির মাধ্যমে তিনি দ: ভারতের বিজিত রাজ্য গুলির ওপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ স্থাপন না করেও বশ্যতা বা স্বীকৃতি লাভের পন্থা নেয়, এর পাশাপাশি ড: দামাল - i) দক্ষিণ ভারতের অফুরন্ত সম্পদলাভ, ii) পশ্চিমি বাণিজ্যিক সুবিধা গ্রহণ, iii) দাক্ষিণাত্য রাজাদের থেকে কর আদায় প্রভৃতি অর্থনৈতিক স্বার্থ পূরণকে সমুদ্রগুপ্তের দাক্ষিণাত্য নীতি গ্রহণের পশ্চাতে প্রধান চালিকা শক্তি বলে উল্লেখ করেছেন, সমুদ্রগুপ্তের এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিস্তার, আয়ব্যয়, শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী ও সেনাপতিকে সুশিক্ষিত করতে অবশ্যই সহায়ক হয়।

সমুদ্রগুপ্ত দাক্ষিণাত্যের ন্যায় সমকালীন উ: ভারতের রাজনৈতিক শক্তিগুলির প্রতি বিজিগীষুর নীতি নেন অত্যন্ত অভিনবপূর্ণ, হরিষেণ প্রশস্তিতে যে ৯ জন আর্যাবর্তের রাজাদের নাম রয়েছে তারা হলেন —

i) রুদ্রদেব (বাকাটক রাজ রুদ্রসেন)
ii) মতিল (উ: প্রদেশের বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলের রাজা)
iii) নাগদত্ত (বিদিশার নাগবংশীয় রাজা)
iv) চন্দ্রবর্মন (বাঁকুড়ার ~~bt~~ পোকর্ণ অঞ্চলের শাসক)

Scanned by CamScanner

v) গণপতিনাগ (পদ্মাবতীর রাজা)
vi) অচ্যুত (বেরিলির অধিপতি)
vii) নাগসেন (পদ্মাবতীর রাজা)
viii) নন্দী
ix) বলবর্মন } মধ্যপ্রদেশের নাগবংশীয় রাজা }

আর্যাবর্তের এই ৯ জন রাজাকে সমুদ্রগুপ্ত যে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করেছেন সেবিষয়ে সন্দেহ নেই, প্রবলপ্রতাপ বাংলা ও মঃ প্রদেশের কিছু অংশ এবং বর্তমান বিহার ও উঃ প্রদেশের সমগ্র এলাকা ছিল সমুদ্রগুপ্তের শাসনের কেন্দ্রীয় এলাকা, আর্যাবর্তের এই বিজিত এলাকায় সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যবাদী নীতির আদৌ বিশেষ কিছু বিশিষ্ট ছিলনা, পিতৃসূত্রে প্রাপ্ত এলাকার পাশে এই নতুন এলাকা যুক্ত করে সমগ্র কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্যে পূর্বতন শাসনব্যবস্থাকেই তিনি বজায় রাখেন এবং তা আরও সুদৃঢ় করেন।

সমুদ্রগুপ্ত আর্যাবর্তের ৯ জন রাজার পাশাপাশি আটবিক রাজ্য বা দক্ষিণের অধিপতিদেরও লুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাসে আনেন, আর্যাবর্তের ৯ জন রাজার নামের পরেই এলাহাবাদ প্রশস্তিতে 'পরিচারকীকৃত', 'সর্বাটবিক রাজ্য' প্রভৃতি শব্দগুলির উল্লেখ থেকে বোঝা যায় আটবিক রাজ্যগুলির অধিপতিদের সম্রাট দাসত্বের পর্যায়ে নামিয়ে আনেন, এবং এগুলির ওপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেন।

সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যবিস্তারনীতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা করতে হলে এলাহাবাদ প্রশস্তির বেশ ২টি স্তবকের সম্পর্ক নির্ধারণ করা প্রয়োজন, প্রশস্তির তৃতীয় স্তবকে ৫টি রাজতান্ত্রিক রাজ্য - সমতট, দবাক, কামরূপ, নেপাল ও কর্তৃপুর এবং ৯টি উপজাতীয় বা গণরাজ্যগুলির সাথে সমুদ্রগুপ্তের সম্পর্কের কথা জানা যায়, এই শ্রেণীভুক্ত রাজ্যগুলির প্রসঙ্গে হরিষেণ 'সর্বকরদান', 'আজ্ঞাকরণ', 'প্রণাম' ও 'আগমন' এই শব্দগুলির ব্যবহার করেছেন, এই শব্দগুলি বিশ্লেষণ করে আধুনিক ঐতিহাসিকরা অনুমান করেছেন যে সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত এই রাজ্য ও উপজাতীগুলির অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা বজায় রেখে নিশ্চিতভাবে তার আনুগত্যকে স্বীকার করে নেন, ৬ঃ সমাজের সাথে রাজার পরিস্থিতি ও জাতীগত

সমস্যার জন্যই সমুদ্রগুপ্ত সীমান্তবর্তী উপজাতীয় রাজ্যগুলিকে সরাসরি সাম্রাজ্যভুক্ত করেননি, তবে ড. রোমিলা থাপার মনে করেন প্রজাতন্ত্রগুলিকে তাৎক্ষণিক ভাবে গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত করেন না করলেও কালক্রমে পরেই ক্রমশঃ সমস্ত গুপ্ত সাম্রাজ্য কুক্ষিগত করতে ছাড়েননি, পরন্তু সীমান্ত রাজ্যগুলিকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন, এর ফলে শেষ পর্যন্ত দক্ষিণাঞ্চলীয় সীমান্ত রাজ্যগুলির রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটে - বর্ণহিন্দু জাতীয় শক্তি বহুকাল ধরে যে বিরোধ চালাচ্ছিল তাতে শেষপর্যন্ত জয়ী হয় বর্ণ।

পরিশেষে এলাহাবাদ প্রশস্তিতে চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রগুলি - উ: প: ভারতের কুষাণ, প: ভারতের শক ও সুদূর দক্ষিণের সিংহল-এর সাথে সমুদ্রগুপ্তের সম্পর্ক নির্ধারণ করতে গিয়ে হরিষেণ 'আত্মনিবেদন', 'কন্যোপায়নদান' এবং 'গরুড় মদ্রাঙ্ক' - পরিচর্যা-ভুক্তি - শাসন - যাচনা প্রভৃতি শব্দগুলির উল্লেখ করেছেন যার থেকে স্পষ্ট হয় গুপ্ত রাজদরবারে উপস্থিতি কন্যা প্রদানের মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্ক ও উপঢৌকন প্রদান প্রভৃতির মাধ্যমে শক, কুষাণ ও সিংহল শাসকদের সাথে সুসম্পর্ক নীতি নিয়েছিলেন।

সামগ্রিক আলোচনার ভিত্তিতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে বিভিন্ন বর্গের শাসক ও উপজাতীদের বিরুদ্ধে সমুদ্রগুপ্তের বিজয় অভিযানের সময় গৃহীত নীতিগুলি নিঃসন্দেহে তার কূটনৈতিক প্রজ্ঞা ও বাস্তব বোধের নিদর্শন। এই রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও সামরিক নেতৃত্ব প্রতিভার সুসংগত সমন্বয় ঘটিয়েই গুপ্তরা উপমহাদেশীয় পর্যায়ে রাজ্যকে সমুদ্রগুপ্ত বৃহত্তর সাম্রাজ্যের রূপ দিতে সক্ষম হন, তার দিগ্বিজয় সমাপনান্তে তিনি এক অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন যা ছিল তার লক্ষ্য ও আদর্শের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সমারোহিত, তাই ড. মজুমদার যথার্থই বলেছেন, "They There can be no doubt that Samudra Gupta was a striking almost unique Personality. He ushered in a new age in the history of India."

— x —

Scanned by CamScanner